337289 - ভবিষ্যতে অর্থের প্রয়োজন হতে পারে এই আশংকা থেকে যাকাত বিলম্বে পরিশোধ করা কি জায়েয?

প্রশ্ন

আমরা করোনা মহামারীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছি। আমরা জানি না যে, ভবিষ্যতে কী ঘটবে? কাজকর্মের অফিসগুলোসহ সবকিছু বন্ধ। এর মানে হলো উপার্জন অনিশ্চিত, ভবিষ্যতের খাদ্য অনিশ্চিত। এমতাবস্থায় যাকাত কি ওয়াজিব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

যে ব্যক্তি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক এবং এ মালিকানার এক বছর পূর্তি হয়েছে তার উপর অবিলম্বে যাকাত পরিশোধ করা ওয়াজিব (ফরয)।

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন: "যাকাত ওয়াজিব হলে ও পরিশোধ করতে সক্ষম হলে অবিলম্বে যাকাত পরিশোধ করা ওয়াজিব; বিলম্ব করা জায়েয নয়। এটা ইমাম মালেক, ইমাম আহমাদ ও অধিকাংশ আলেমের অভিমত। যেহেতু আল্লাহ্ বলেন: "তোমরা যাকাত প্রদান কর।" কারণ নির্দেশ তাৎক্ষণিকতার প্রমাণ বহন করে।"[আল-মাজমু (৫/৩০৮) থেকে সমাপ্ত]

আল-মাওসুআ আল-ফিকহিয়্যা গ্রন্থে (২৩/২৯৪) এসেছে:

"অধিকাংশ আলেম (শাফেয়ি, হাম্বলি আলেমগণ ও হানাফি মাযহাবের ফতোয়াপ্রদত্ত অভিমত)-এর মতে যাকাত যখনই ফরয হবে তখনই অবিলম্বে সেটি আদায় করা ফরয; যদি আদায় করার সক্ষমতা থাকে এবং কোন ক্ষতির আশংকা না থাকে।

তারা দলিল দেন যে, আল্লাহ্ তাআলা যাকাত দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। যখন যাকাত প্রদানের ওজুব (আবশ্যকতা) সাব্যস্ত হল তখন মুকাল্লাফ (শরয়ি-ভারপ্রাপ্ত)-এর উপর নির্দেশটি আরোপিত হল। আর তাদের মতে, সাধারণ নির্দেশ তাৎক্ষণিকতার দাবী করে। এবং যেহেতু বিলম্ব করাটা যদি জায়েয হয় তাহলে সীমাহীন কাল অবধি বিলম্ব করা জায়েয হয়ে যায়। ফলে যে ব্যক্তি নির্দেশটি পালন করল না তার শাস্তির বিষয়টি নাকচ হয়ে যায়। এবং যেহেতু গরীবদের প্রয়োজন নগদে, আর যাকাতের উপর তাদের অধিকার সাব্যস্ত। তাই বিলম্বে পরিশোধ করা মানে তাদেরকে প্রাপ্যসময়ে তাদের অধিকার থেকে

বঞ্চতি করা।"[সমাপ্ত]

শাইখ বনি বায (রহঃ)-কে জজ্ঞিসে করা হয়ছেলি: "আমি একজন চাকুরীজীবী যুবক। আমার মাসকি আয় সীমতি। এ আয় থকেে আমার যতটুকু প্রয়োজন আমি ততটুকু গ্রহণ করি; বাকীটুকু ব্যাংকে রাখি। যাতে করে একটা এমাউন্ট জমা হলে আমি সটো দয়িে একখণ্ড জমি ক্রয় করতে পারি, যখোনে আমি একটা বাড়ী বানয়িে বয়িে করলে সখোনে থাকব। কার্যতঃ আমার কাছে পঞ্চান্ন হাজার রয়িাল জমা হয়ছে...। প্রশ্ন হল: এ তনি বছরে আমার উপরে কি যাকাত ফরয হয়ছে? কনেনা আমি শুনছে যি ব্যক্তি বয়িে করার জন্য কংিবা বসত বাড়ী নর্িমাণরে জন্য অর্থ জমা করে তার উপর যাকাত নইে? জবাবে তনিি বলনে: এটি ভুল। সঠকি হল তার উপর যাকাত ওয়াজবি; যদি সে বয়িে করার জন্য কংিবা বাড়ী করার জন্য কংিবা ঋণ পরশিোধ করার জন্য অর্থ জমা করে এবং সঞ্চতি অর্থরে বর্ষপূর্তি হয়। আপনি যদি আপনার বতেন থকেে কংিবা জমি বক্রিরি অর্থ থকেে ব্যাংকে কংিবা অন্য কোথাও অর্থ জমা করে বাড়ী বানানোর অপক্ষোয় থাকনে কংিবা অন্য জমি কনোর অপক্ষোয় থাকনে কংিবা বয়িে বা অন্য কছিুর অপক্ষোয় থাকনে এবং সঞ্চতি সম্পদরে বর্ষপূর্তি হয় তাহলে আপনার উপর যাকাত ওয়াজবি। প্রত্যকে নগদ অর্থরে বর্ষপূর্তি হলইে এর যাকাত পরশিোধ করা আপনার উপর ওয়াজবি।"[http://www.binbaz.org.sa/mat/13601 থকেে সমাপ্ত]

দুই:

যদি যাকাতপ্রদানে ইচ্ছুক ব্যক্তরি কাছে নগদ অর্থ না থাকে সক্ষেত্রে অর্থ হাতে আসা পর্যন্ত বলিম্ব করা তার জন্য জায়যে।

এ বষিয়ে 173120 নং প্রশ্নোত্তরটি দখো যতেে পার।ে

তনি:

আর যদি যাকাত প্রদানকারী নজিে দরদ্রি হয়, তার যাকাতরে অর্থরে প্রয়োজন থাক,ে যাকাত দয়িে ফলেলে তার জীবকিার সংকট হতে পারে সক্ষেত্রে তার জন্য পরবর্তীতে বলিম্বে যাকাত পরশিোধ করা জায়যে হব।ে

"কাশ্শাফুল ক্বনিা" (২/২৫৫) গ্রন্থে বলনে:

"কংিবা যাকাতপ্রদানকারী দরদ্রি, তার যাকাতরে অর্থরে প্রয়োজন, যাকাত দয়িে দলিে তার যতটুকু প্রয়োজন সটো ব্যাহত হতে পার।ে উদ্ভুত পরস্থিতি কটেে যাওয়ার মাধ্যমে তার স্বচ্ছলতা ফরিে আসলে তার থকেে পূর্বরে যাকাতগুলো আদায় করা হব।ে"[সমাপ্ত]

তাই কারো যদি চাকুরী না থাকে এবং যাকাতরে যে অর্থটা তাকে পরশিোধ করতে হবে সটো যদি তার প্রয়োজন হয় তাহলে

তার জন্য বলিম্বে যাকাত পরশিোধ করা জায়যে হবে।

আর যদি বর্তমানে তার প্রয়োজন না হয়, তবে ভবষি্যতরে ব্যাপারে আশংকায় থাকে সক্ষেত্রে যাকাত পরশিোধ করা তার উপর অনবিার্য— ওয়াজবি পালনার্থে ও দায়মুক্তরি নমিত্তি।

অন্যদকিে বপিদ-মুসবিতরে সময়গুলোতে ধনীদরে উচতি দান-সদকা ও যাকাত নয়িে এগয়িে আসা; এমনকি সটো অগ্রমি যাকাত আদায়রে মাধ্যমে হলওে। যাতে করে দরদ্রি ভাইদরে কষ্ট লাঘব করা যায়। এ বশি্বাস নয়িে যে, দান-সদকা সম্পদ কমায় না; বরং বাড়ায়।

আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "বলুন, আমার প্রতপিালক তাঁর বান্দাদরে মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রজিকি প্রশস্ত করনে এবং যার জন্য ইচ্ছা সীমতি করনে। তোমরা যা কছিু ব্যয় করবে তনিি এর বদলা দবিনে। তনিি হচ্ছনে শ্রষ্ঠে রজিকিদাতা।"[সূরা সাবা, আয়াত: ৩৯]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: "দানে সম্পদ কমায় না। ক্ষমা করে দলিে আল্লাহ্ বান্দার সম্মান বাড়ান; কমান না। কউে আল্লাহ্র জন্য বনিয়ী হলে আল্লাহ্ তার মর্যাদা সমুন্নত করনে।"[সহহি মুসলমি (৪৬৮৯)]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "বান্দারা যখন সকালে উপনীত হয় তখন দুইজন ফরেশেতা নাযলি হয়। তাদরে একজন বলে: হে আল্লাহ্! আপনি ব্যয়কারীকে বদলা দনি। অন্যজন বলে: হে আল্লাহ্! আপনি ব্যয়কুণ্ঠকে (সম্পদে) বনিাশ দনি।"[সহহি বুখারী (১৪৪২) ও সহহি মুসলমি (১০১০)]

আমরা আল্লাহ্র কাছে দোয়া করছি তনিি যনে এই বালা ও মহামারী তুলে ননে।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।